

প্রেস রিলিজ

তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০২৬

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাঙালির অন্যায় ও স্বৈরশাসনবিরোধী সংগ্রামের ধারাবাহিকতার
উজ্জ্বল অধ্যায়- বাউবি উপাচার্য

‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে আজ ০৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখ বুধবার সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্ট কমিটির বিদ্যোৎসাহী সদস্য অধ্যাপক ড. নাসির আহমাদ এবং আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যোৎসাহী সদস্য অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কানিজ সালমা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান মহান জুলাই নবজাগরণের চূড়ান্ত বিজয় উপলক্ষে প্রথমেই ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সঙ্গে তিনি আহত ও সাহসী জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, তাদের ত্যাগ, সাহস ও সংগ্রামের পথ ধরেই আজকের এই বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু পাঠদান ও জ্ঞানচর্চার স্থান নয়; এটি দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলেও পরবর্তী সময়ে ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ২০০৭ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক কর্তৃত্ববাদবিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, অন্যায়, আধিপত্য ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাঙালি জাতির দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অংশ। জুলাই গণঅভ্যুত্থান সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের এক গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। আলোচনা সভায় বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস, এর তাৎপর্য এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ সমাজের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান লাল ফিতা কাটা ও স্মারক ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের নবনির্মিত আটতলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভাটি শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়।



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পাইক

যুগ্ম-পরিচালক

মোবাইল: ০১৭১৪৫০৫৭৪৭